দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 10 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৩ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীর ভর্তির জন্য ৪ হাজার ২শ' ৬০টি আসনের বিপরীতে গতকাল (রবিবার) পর্যন্ত প্রায় ৫৭ হাজার ২শ' আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে। আগামী বুধবার পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রি ও গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধারণা করছেন, এই তিনদিনে আরো ৬ হাজারের বেশী ভর্তি ফরম বিক্রি হতে পারে। তাহলে মোট আবেদনকারী হবে ৬৩ হাজারেরও বেশী। ফলে একটি আসনের জন্য ১৫ জন প্রার্থীকে ভর্তিযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। গত ২৫ নভেম্বর হতে তিনটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪টি ইউনিটের ফরম বিতরণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখা, অগ্রণী ব্যাংক কার্জন হল শাখা এবং সোনালী ব্যাংক প্রশাসনিক ব্যাংক শাখা হতে এই আবেদনপত্র বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটি ফরমের মূল্য ২৫০ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসী অনুষদের প্রতিটি আসনের জন্য গড়ে আবেদন করেছেন ১৫ জন। এখানে ১ হাজার ১১৪টি আসনের বিপরীতে প্রায় ১৮ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গতকাল পর্যন্ত এই ইউনিটে ফরম বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৬ হাজারের বেশী। কলা, সামাজিক ও আইন অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটে এবারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম হবে। প্রতি আসনের বিপরীতে সাতজন আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এ ইউনিটে ১ হাজার ৯৩৯টি আসনের বিপরীতে গতকাল পর্যন্ত ফরম বিক্রি হয়েছে ১২ হাজার ৬৫৯টি।

বাণিজ্য অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটের প্রতি আসনে প্রার্থী হচ্ছে ২২ জন। এখানে ৬৪৪টি আসনের জন্য গতকাল পর্যন্ত ফরম বিক্রি হয়েছে ১৩ হাজার ৩৯১টি। এ ইউনিটে আরো দেড় হাজার ফরম বিক্রি হতে পারে। বিভাগ পরিবর্তনকারী অর্থাৎ সম্মিলিত 'ঘ' ইউনিটে প্রতিটি আসনে ৩৩ জন প্রার্থী ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছে। এ ইউনিটে ৫১৩টি আসনের বিপরীতে গতকাল পর্যন্ত আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে ১৫ হাজার ১৪৮টি। আরো ২ হাজার ফরম 'ঘ' ইউনিটে বিক্রি হতে পারে।

আগামী ১১ জানুয়ারী থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদের অধীনে ৪৮টি বিভাগে ভর্তির জন্য ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে এ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৫ জানুয়ারী, 'খ' ইউনিট ১৮ জানুয়ারী, 'গ' ইউনিট ১১ জানুয়ারী এবং 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। এবার কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে ৪০টি, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে ৫টি এবং সংস্কৃতি ও পালি বিভাগে ৫টি- সর্বমোট ৫০টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এদিকে সোনালী ব্যাংক প্রশাসনিক শাখার কর্মকর্তারা অভিযোগ করছেন যে, ভর্তির আবেদনপত্রের সিরিয়াল অনুযায়ী বিক্রি না করায় কতিপয় যুবক প্রতিনিয়ত ব্যাংক কর্মচারীদের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। কোচিং সেন্টারগুলো ব্যাংকের একশ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী ফরম কিনে নির্ধারিত মূল্যের দ্বিগুণ মূল্যে তা বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, গত বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তির ফরমের সিরিয়াল নম্বর এলোমেলো করে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ব্যাংকগুলোর সামনে ভর্তি গাইড বিক্রিকারীদের নিকট থেকে ছাত্রদলের কতিপয় কর্মী চাঁদা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।